মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিঃ-১২ হইতে স্বরূপা ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
মানসী প্রেস, ৭৩, মানিকতলা স্ট্রীট কলিঃ-৪ হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

করকমলেষু

প্রকাশকাল :
মহালয়া ১৩৬৪

সূচিপত্র

অনুবাদ

কাব্য নাটিকা

আমার এ ক্ষুদ্র দীপখানি

আমার এ ক্ষুদ্র দীপখানি,
বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লয়ে সংকোচের লজ্জা মনে মানি
তুলে দিনু আজি তব হাতে।
এ দীপের আলো দিয়ে উৎসবের রাতে—
জানি মনে, মিটিবেনা কোন প্রয়োজন ;
ব্যর্থ করি দিবে সে যে সে-রাতের সর্ব আয়োজন।
তার চেয়ে ভাই—
গৃহকোণে দিও এরে ঠাঁই।
যতটুকু সাধ্য এ'র আলো দিয়ে যদি নিভে যায়—
রহিবে না ক্ষোভ মনে—লভিবেনা অসম্মান তা'য়

শবরী

ধূসর আকাশে ঘন কুয়াশার আস্তরণ,
আদিম-সূর্য্য-সনাথা-পৃথিবী অন্ধকার।
ভীরু জড়তার বিহ্বলতায় মগ্ন মন,
পূজাহীন দিন—মনের দেউলে বন্ধদ্বার।

কবে কোনকালে চোখে লেগেছিল স্বপ্নরেশ
পীনগরিমায় ধরণী সেজেছে স্বয়ম্বরা।
লোল-পয়োধরা জরতী ধরার খিন্নবেশ—
আজ চোখে আনে কালো হতাশার অন্ধজরা।

তবু দু'টি চোখ তিমির-সায়রে দ্বীপের মত,
জেগে রবে জেনো শবরীর মত প্রতীক্ষায়;
সোনালি আলোর মধুর স্বপন রচনে রত—
জাগিবে পাষাণী অহল্যা বধূ তিতিক্ষায়।

নীলকণ্ঠ

এ ধরায় আছে কুটিলদ্বন্দ্ব, রয়েছে কলুষ লোভ—
আছে কুশ্রীতা, মলিন দৈন্য, আছে নিরাশার ক্ষোভ।
স্খলন, পতন, ত্রুটি আছে বহু—
স্বার্থের হানাহানি,
কুৎসিত ক্রুর মন্ত্রণা কানাকানি।
এ জীবন ঘিরি আছে দারিদ্র্য, জরা-মৃত্যুর দুঃখ শোক—
হিংস্র পশুর পাশবোল্লাস-মদোন্মত্ত এ নরলোক।
সহজ যে জন তারি সরলতা আশ্রয় ক'রি যতেক জনা ;
অবাধে খেলিছে শাঠ্যের খেলা, নিষ্ঠুর যত প্রবঞ্চনা।

এ পৃথিবী জানি পংকময়—
এ পংকমাঝে তবু দিকে দিকে পংকজ যত জন্ম লয়।
আছে এ'রও মাঝে নররূপী নারায়ণ—
সম্বলহীন দুঃখীর দুখে কাঁদে যে তাঁদের দরদী মন।
পীড়িতের রোগ-লাঞ্ছিত তনু বক্ষের মাঝে সহজে ধরি,
রোগমালিন্য দূরি দেন তাঁরা সেবা-মমতার পরশে ভ'রি,
উপবাসী র'হি আপন অন্ন ক্ষুধার্ত জনে করেন দান—
চীর-ধারী তাঁরা—বস্ত্রহীনের করিবারে মহালজ্জা ত্রাণ।

শান্ত শিবের সুন্দর রূপে বিরাজেন তাঁরা ধরার বুকে,
উগারিত নীল বিষের পাথার আপন কণ্ঠে ধরেন সুখে।
তাঁদেরই কঠোর সাধনায় আজও বাসযোগ্য এ বসুন্ধরা।
মর্ত্যমরুর-দাবদাহ-জ্বালাহরা।
এ ধরার নীলকণ্ঠদলে—
নিবেদন করি প্রাণের ভকতি,
প্রণমি তাঁদের চরণতলে।

তিমিরের অভিসারে

যাযাবরী তোর ঘরের মায়ায় লাগ্‌লো কি নেশা শেষে ?
মায়া-জিঞ্জিরে বাঁধা পড়ে গেলি জীবন-কিনারে এসে ?
প্রদোষে যে ঘর বাঁধি নিজ হাতে,
ভেঙে ফেলি তারে প্রভাতের সাথে,
নিশি অবসানে পথ চলি পুন ভোরি হাতখানি ধ'রি ;
রাতটুকু শুধু কাটে কোনমতে তাঁবু আশ্রয় ক'রি ।

বন-বিহগীর ভোরের-কাকলি ঊষার আকাশে জাগে,
ম্লান শুকতারা দীপ্তি হারায় যবে নবারুণ রাগে—
তখনি তাঁবুর আস্তানা তুলি,
ঘরের মমতা একেবারে ভুলি,
পথে বাহিরাই চলার নেশায় অজানার নদীপারে—
যাযাবরী মোরা চলি চিরকাল তিমিরের অভিসারে ।

ঘরের বাঁধনে মায়ার কাঁদনে আমরা কভু কি ভুলি ?
মরণ বাঁচনে তাইতো এতই সহজ করিয়া তুলি ।
নূতন হইতে নূতনের পানে,
আজীবন ছুটি কার সন্ধানে ?
সে চির-অজানা থাকে অজানাই—থামেনা এ পথ চলা,
ওঠ্‌ যাযাবরী, পথ টানে মোরে, মিথ্যে থামিতে বলা ।

গোধূলি-লগনে

মেরু তুহিনের কঠিন হিমানীঘাতে—
ফুল ঝ'রে গেল যৌবন-বনতলে।
বিষাদ-কাজল ক্লান্ত নয়ন পাতে—
দেহ তাপি ওঠে শ্মশানের চিতানলে॥

আজ আকাশের তারাদের পানে চেয়ে,
বিজন রাতের বুকে একা জেগে থাকা।
তোমারি স্মৃতির ব্যথার বিষাদ ছেয়ে—
নিশীথ-আনন বেদনায় কালিমাখা॥

স্বর্ণকমল মুখখানি ঢল ঢল—
ফুটে ওঠে তব নিশীথ গগন-পটে ;
বেদনায় ভীরু আঁখি দু'টি ছলছল,
কল-উতরোল এ হৃদি-সিন্ধুতটে॥

তবু একখানি মধুর উদাস সুর
গুঞ্জরে শেষ গৈরিক-গোধূলিতে।
মন-বারাণসী শান্তিতে ভরপূর—
রতি রবে রাধা বিরহের আকুলিতে॥

লীলাবসানে

কত আঘাতের চিহ্ন বহিয়া ফিরি—
ক্লান্ত-নয়নে এবার ঘনায় ঘুম।
জননী তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি—
এঁকে দাও মোর ললাটে স্নেহের চুম।
উঠেছি পড়েছি সংসার খেলাঘরে,
ধূলায় কাদায় রুক্ষ মলিন বেশে।
সাথী যারা ছিল অকরুণ ব্যবহারে,
শ্যাম-স্নিগ্ধতা ঘুচায়েছে নিঃশেষে।
কখনো খেলেছি নুড়ি কুড়াবার খেলা,
কখনো শুনেছি সাগরের বুকে ঢেউ।
বালুরাশি দিয়ে কখনো বাঁধিয়া ঘর—
আপনার হাতে ভেঙেছি জানেনা কেউ!

আকাশের নীল পারাবার সন্তরি,
কখনো ছ'আঁখি ভেসে গিয়ে বহুদূর—
অমর লোকের স্বপন এনেছে ব'হি—
কণ্ঠ ভ'রিয়া এনেছি অমিয় সুর।
কখনো উঠেছে কুৎসার কালো ঝড়,
ঘূর্ণাবর্তে নিঃশ্বাস করি রোধ।
লভেছি কখনো অকুণ্ঠ ভালোবাসা—
কোনো প্রতিদানে হবেনা যা' পরিশোধ।
তবু সে খেলায় ধরণীর ধূলিতল—
মধুব করিয়া বিচিত্র কোলাহলে
রেখেছিনু, মাগো এবার খেলার শেষে—
ঘুমাই তোমার শীতল অংকতলে।

সত্য-শিব

আকাশে আকাশে কৃষ্ণকুটিল পুঞ্জমেঘ—
তোলে তরংগ প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণাঝড়—
তুফানের ঘায়ে তরী টলমল,
কোথা ধ্রুবতারা ? অকূল পাথারে কর্ণধার যে হারালো পথ
দিক্‌ভ্রম হয়ে শংকিত প্রাণ কম্পিত থরোথর।
আসন্ন জানি সলিল সমাধি তবুও কি তা'র প্রাণের তার—
মিঠা জীবনের ছায়ানট ভাঁজে বারম্বার ?
তখনো কি আঁকে মনের গহনে নির্মেঘ নীল গগনতল ?
হেরে প্রশান্ত স্থির ধ্রুবতারা সে আকাশপটে সমুজ্জ্বল ?

ডুবে যায় তরী নিভে যায় প্রাণ অকস্মাৎ।
কাল রাত্রিও শেষ হয়ে যায় প্রভাতী সূর্য্যস্নানে।
জানি নিশ্চয় বিভীষিকাময় সে ঘোর রাত্রি সত্য নয়—
চির শাশ্বত সুনীল আকাশ আর ধ্রুবতারা জ্যোতির্ময়।
সত্য সে চিরলাঞ্ছিত কালো মিথ্যার কশাঘাতে।
অত্যাচারের দুঃসহতম লগনে সত্যাচারী—
শুভ্র তুষার আবরণে ঢাকা মন-কৈলাসে তার,
হেরে কি সত্যে চিরসুন্দর শিবের মূরতি ধরি
আছে অম্লান, অক্ষয়, অব্যয় ?
সে সত্য-শিব আঘাতে পীড়নে রহে অবিনশ্বর—
ধ্রুবতারা সম রহে সে তো চির প্রদীপ্ত ভাস্বর।

প্রকাশ

ও সরসী তোর বুকে আজ সোনার কমল ফুট্‌লো কি ?
মধুর লোভে মধুপ দলে এসে সেথায় জুট্‌লো কি ?
না—না—না, জুট্‌লোনা,
হায়—হায়গো—গন্ধবহ গন্ধ তাহার লুট্‌লোনা ॥
বাড়্‌ছে বেলা উঠ্‌ছে ফুটে দিনের তাপ—
সামনে পড়ে ফুঁস্‌ছে বাতের মরণ-সাপ—
শেষকালে তার মধুর ভাঁড়ার কাল-নাগিনী শুষ্‌বে কি ?

কমল রে তুই এমন করে আঁধার মুখে থাকিস নে—
জীবন যাবে বৃথাই ভেবে দু'হাতে বুক ঢাকিস্ নে।
না—না—তা' চল্‌বেনা,
খাঁটি মধুর খবর পেলে মাতাল মধুপ টল্‌বেনা ?
আস্‌বে জেনো সোনার ভ্রমর আস্‌বে গো—
তোমার মনের দুখের আঁধার নাশ্‌বে গো—
সব কিছু তোর দিস্ রে তখন—বাকি কিছুই রাখিস নে।

ইঙ্গিত

যুগান্তরের ঘূর্ণি-হাওয়া যে আস্‌ছে,
তারি ইঙ্গিত আকাশে বাতাসে ভাস্‌ছে।
বহু দিবসের সুন্দরী এই ধরণী,
কুটিল-দ্বন্দ্বে হ'য়েছে কাজলবরণী ;
রুদ্র যে তাই সাজাতে আবার তারে,
ঘুচাতে তাহার দৈন্য-দুঃখ-ভারে,
প্রমথ-কুলেরে সঙ্গে নিয়ে সে আস্‌ছে।
তারি ইঙ্গিত আকাশে বাতাসে ভাস্‌ছে !

যুগান্তরের ঘূর্ণি-হাওয়া যে আস্‌ছে,
তারি ইঙ্গিত আকাশে বাতাসে ভাস্‌ছে।
কোটি কণ্ঠের আর্তধ্বনির স্বর,
বায়ু-তরঙ্গে ছড়ায়েছে বহুদূর,
নিমন্ত্রণের লিপিকা সে কলরোল,
প্রমথনাথের বক্ষে দিয়েছে দোল,
ধ্যান ভেঙে ভোলা রুদ্র-নয়নে জাগ্‌ছে।
প্রমথ-কুলের আনন্দ মনে লাগ্‌ছে।

যুগান্তরের ঘূর্ণি-হাওয়া যে আস্‌ছে,
মহা-ইঙ্গিত আকাশে তাহারি ভাস্‌ছে।
তাজা কলিজার রক্তে সেচন ক'রে,
দৌলতখানা যাহারা সোনায় ভরে।
কোটি ক্ষুধিতের কাড়ে যে মুখের গ্রাস—
এবার তাহার ঘনাবে সর্বনাশ ;
এই ইঙ্গিত আকাশে বাতাসে ভাস্‌ছে।
মহাকাল ওই রক্তনয়নে হাস্‌ছে ॥

সান্ত্বনা

মরণের পথে যাত্রায় এই বিজয়ের স্মরণিকা—
গেঁথে গেঁথে পিছে ফেলে যেতে চাই জীবনের জয়টীকা।
তারপরে যবে পথের প্রান্তে উতরিব কোনদিন—
পাবোনা শুনিতে আমারি গানের সুর-রেশ অতি ক্ষীণ ?

সেদিন তোমার চোখের কাজল আঁখি-সরসীর জলে,
যাবে না কি ধুয়ে একাকার ক'রি রাঙা-কপোলের তলে ?
ক্ষণেকের তরে নিশীথ গগনে চাহিয়া নয়ন তুলি,
ব্যথা বেদনায় বিবশ হবেনা বিরলে পরাণ খুলি ?

আমার সাধনা জানো তুমি জানো বেদনার তপোবনে,
গলিত শবের মূর্ধজ-দীপে জ্বালি বসি যোগাসনে,
কোটি বরষের জীবের ব্যথায় শিবেরে পূজেছি তাই—
চির সুখহারা হৃদয়ে শ্মশান রচিয়া লভিনু ঠাঁই।

কাঁটার মুকুটে লাঞ্ছনা যেই লভিছে জীবন ভ'রি,
মিলনের তিথিডোরে এলো যার বিয়োগের বিভাবরী ;
প্রভাতেই আলো লুকায়েছে যার ঘনায়েছে অমানিশা—
লক্ষ্যের পারে পঁহুছিতে যেই হারায়ে ফেলেছে দিশা ;

তাদের ব্যথায় বেদনা-বিভল অন্তরখানি মোর,
ফেলে যাবো পিছে সহানুভূতির সান্ত্বনা আঁখিলোর।
তুমি লুটিবেনা সেইদিন সখী বেদনায় ক্রন্দনে ?
তারা ফুল ঝরা নিশীথকবরী লুটায়ে অবন্ধনে ?

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

বৈশাখী শুভ পূর্ণিমা তিথি ঘুচায়ে বিস্মরণ
বারে বারে তব আবির্ভাবের আনে যে পুণ্যক্ষণ।
শত প্রলোভন জ্বালে বাসনার বহ্নিশিখা
রচে রিপুদলে অন্তরতলে যে মরীচিকা
ভুলায় বিপথে ছলনার জাল নিত্য ফাঁদি ;
শত যাতনায় জ্ব'লে মরি আর নিত্য কাঁদি।

অমৃতময় তব অহিংসাবাণী
সে মহামন্ত্রে চিরশান্তির আছে সন্ধান জানি।
তোমার সে বাণী অন্তরে বরি নিইনি তবু,
হানাহানি দিয়ে আজিও মেদিনী ভরিয়া রেখেছি প্রভু।
তাইতো কলুষ, দ্বন্দ্ব, বিভেদ, হিংসা-কাল
আনে রুদ্রের কাল-নৃত্যের তিমির-তাল।
শ্মশানেশ্বর চরণ চাপে
আর্তকণ্ঠে কাঁদে ধরিত্রী—থরো থরো তার অংগ কাঁপে।

হে সাধক তব তিমিরান্তক তপের ফল,
শুদ্ধান্তরে মাগি আজ তব শরণ লইয়া চরণতল ;
বাঁচি আর যেন ক্ষুণ্ণ না করি
কারো বাঁচিবার স্থ-অধিকার—
ওগো তথাগত—করো অপগত হিংসা-দ্বন্দ্ব মত্ততার।

জ্যোতির্গময়

এ যে দুর্গম শঙ্কিল ঘন অরণ্য সুগহন,
এখানে বেঁধেছে হিংস্র শ্বাপদ বাসা—
তবুও তো ক'রি শত সাধনায় জীবনের আবাহন,
পদে পদে লভি অসূয়া সর্বনাশা।
এলে পরমের শত সাধনার বোধন-ক্ষণ,
বেদনার বিষধরের চুমায় ঘুমায় মন।

হিংস্র পশুর নখর দর্পে দেবতা তোমারো ভয়?
উগারি গরল কুৎসিত তবে রবে?
কালো কলুষের কালিদহে আজো কালীয় লুকায়ে রয়-
বিষেরই বন্যা ডুবাবে কি আজ সবে?
যুগ-জঞ্জাল ভোলা মহাকাল নাচের তালে—
শূন্যে শূন্যে উড়াবেনা রচি ঘূর্ণাজালে?

মহাপ্রলয়ের লগ্ন-বিলয়ে দগ্ধ বসুন্ধরা—
শ্যামায়িত কর মরু-ভূ পুনর্বার।
শাণিত নখর দন্ত উপাড়ি—দ্বন্দ্ব কলুষ ভরা
প্রেতপুরী মুছি, আঁকো ছবি অমরার।
তমসা দূরিয়া—জ্যোতির্লোক হে জ্যোতির্ময়,
রচি দাও এই আঁধার গুহায় হে নির্ভয়।

দ্বিধায়

তোমার নূতন ফসলের ক্ষেতে ফলাতে নূতন সোনা,
তাহারি জন্য—কি কব অন্য—বাজও চ'লেছে বোনা।
আমার এখানে মরা দিনগুলি কবন্ধ হয়ে ঘোরে,
কদম কেয়ার হাসি ফোটে হোথা বর্ষামুখর ভোরে।

তুমি প্রতিদিন দেখ চেয়ে চেয়ে সন্ধ্যামণির ঠোঁটে—
সন্ধ্যাতারার অন্ধপ্রেমেতে অসংখ্য চুমা ফোটে—
জুঁই বেল আর চামেলির হারে আঁধার কবরী ঢাকি,
নব বরষারে করিছ আরতি মেলিয়া করুণ আঁখি।

ঝুম্‌কোলতা কি জড়ালো তোমার কাননে বেড়াটি ঘিরে?
তোমার নয়নে নয়ন বাঁধিয়া রজনীগন্ধা ফিরে।
স্তব্ধ দুপুরে উদাসী ঘুঘুর উন্মন করা ডাকে
মনটি তোমার চলে ভেসে ভেসে বাদল মেঘের ফাঁকে।

তাইতো সুদূর নভোলোক হতে ভাবের বলাকা দলে—
মেলিয়াছে পাখা মানসের তীরে নবসৃজনের ছলে।
লেলিহান শিখা মেলি জ্বলে দেখি আমার দিনের চিতা,
প্রদীপমালায় সেজেছে তোমার রজনী দীপান্বিতা।

প্রগল্‌ভ

মাঝে মাঝে মন হ'য়ে ওঠে এত প্রগল্‌ভ—
কী করে যে তাকে দমিয়ে রাখি, তা কী' বল্‌বো।
যত দেখে মেকি জৌলুশে তার
ভুলে, প্রাণপণে চাহে অধিকার ;
আছে নকলের যতেক নিশানা দিই বিধিমতে জানান তো—
বোঝাবার বোঝা বয়ে বয়ে শেষে প্রাণ হয়ে ওঠে প্রাণান্ত।

মাঝে মাঝে মন হয়ে ওঠে এত প্রগল্‌ভ—
কী করে যে তাকে দমিয়ে রাখি, তা কী বল্‌বো।
যদি দেখে কারো ভরা সোনাদানা
লুঠে নিতে চায়, শোনে সে কি মানা—
যতো বলি তাকে—গৌরব থাকে সাধু অর্জনে বিত্ত রে ;
বোঝাতে বোঝাতে প্রাণান্ত প্রাণ জ্ব'লে পুড়ে মরে নিতা রে!

মাঝে মাঝে মন হয়ে ওঠে এত প্রগল্‌ভ—
কী ক'রে যে তাকে দমিয়ে রাখি, তা কী ব'ল্‌বো।
শঠতা দিয়েই শঠতাকে জয়
করার স্বপ্নে মশ্‌গুল হয় ;
এ জয়ের ভিৎ পাকা মোটে নয়—দিই বিধিমতে জানান তো—
বোঝাবার বোঝা বয়ে বয়ে শেষে প্রাণ হয়ে ওঠে প্রাণান্ত!

সহজিয়া

ভাঙা বাসাটাকে একেবারে ভেঙে ফ্যাল্—
কী হবে জীইয়ে জীর্ণ এ জঞ্জাল ?
মিছে পুরানোর মায়া যে বিড়ম্বনা,
মন বেঁধে তোল—আর বিলম্ব না,
যা' যাবে তা' নিয়ে শোক-তাপ মিছে করা—
নব উদ্যমে চলুক নূতন গড়া।

মরা সোনা দিয়ে গড়িয়ে অলংকার—
তা' পরে করা কি চলে গো অহংকার ?
সহজে বিদায় দিতে পারা দায় জানি—
পারের খেয়ার যাত্রীরে হায় তাই বলে টানাটানি
ক'রে কিছু লাভ হবে ?
বিদায়ের ক্ষণে আগমনীসুর গাওনা তবে ?

জ্যোছনা যামিনী চলে গেছে এসে বুঝি ?
এখন তাহারে মিছে মরিওনা খুঁজি।
নভ-প্রাংগনে ছড়ানো তারার ফুলে,
ঘোরা যামিনীর বেঁধে দাও এলো-চুলে ;
তারপরে তার চিবুক ধরিয়া মুখ—
দেখো, সে রূপেও লভিবে অপার সুখ।
শুকানো ফুলে কি সাজে কেহ ফুলসাজে ?
তারে ফেলে দিতে অন্তরে কারো বাজে ?
আবারও তো ভরো নূতন ফুলেতে ডালা—
তাই দিয়ে পুন গেঁথে পরো গলে মালা।
চিতার শবের নগ্নতা হেরি লাজে,
ঢাকো কি তাহারে বিবিধ বসন সাজে ?

অথবা হেরিলে শিশুরে দিগম্বর—
বসনে ঢাকিতে করো কি আড়ম্বর ?
এই তো সহজ—এই তো সরল জানি,
তবে যা সহজ তাহারে লওনা মানি ।
সহজের কাছে সহজ হও না ব'লে
বিষম বিষেতে জ্বলে পুড়ে তাই ম'লে ।

নির্ভয়

যা'ই বলো কেন—উচ্চকণ্ঠে এই কথাটাই ব'ল্‌বো—
মিথ্যার বোঝা কেন প্রাণপণে বয়ে কুঁজো হয়ে চ'ল্‌বো ?
সোনার-হরিণ রূপ ধরে যত মারীচ আসে,
সত্যের শরে বিঁধ্‌বো তাদের ছলনা নাশে,
কালনেমিদের ভাগের অংক দু'পায়ের নীচে দ'ল্‌বো ;
সোজা শিরদাঁড়া, মাথা তুলে খাড়া এই দুনিয়ায় চ'ল্‌বো ।

রাহুর গ্রাসেতে সূর্যের কোন ভাবনা কি কিছু থাকে রে ?
ছিন্ন কণ্ঠে কতখন বল সূর্য্য বহ্নি ঢাকে রে ?
কাল শকুনির কূটচক্রের কুমন্ত্রণা,
পাঞ্চালী পরে দুঃশাসনের সে যন্ত্রণা,
সুদে ও আসলে শোধ দিতে হল প্রাণদানে লাখে লাখে রে—
ছিন্ন-কণ্ঠ রাহুর গরাসে সূর্য্যবহ্নি ঢাকে রে ?

প্রবঞ্চনার পুঞ্জ-সোনায় ইমারত মিছে গ'ড়ছ—
চোরা বালুচরে ঘর বেঁধে তবু আহ্লাদে ফেটে প'ড়ছ ?
জেনে রাখো তবে তোমারি জমানো সোনার তাল,
শিকল হ'য়ে যে বাঁধ্‌বে তোমায় সে জঞ্জাল,
দেখ্‌বে তখন যতই মুক্তি পাবার চেষ্টা ক'রছ—
মুক্তি কোথায় ? নিজেরি বাঁধনে ততই জড়িয়ে প'ড়ছ ।

শিয়রে যখন রেখেছে মরণ সঙীনটা তা'র উঁচিয়ে,
অলখে কখন ছিনাবে সে প্রাণ সব কিছু বাধা ঘুচিয়ে ।
তাহ'লে এমন মিথ্যের ভারে না হ'য়ে ভারি,
ভরাডুবি হতে বাঁচো যা'তে কর চেষ্টা তা'রি,
মনের গুহাতে বাসা বাঁধা লোভ-শ্বাপদেরে মারো খুঁচিয়ে—
বাঁচার মতন বাঁচ্‌বে তো তবু কুণ্ঠা ও ভয় ঘুচিয়ে ।

শেষ জহর ব্রতের গান

জ্বাল্—জ্বাল্ তোরা ওলো সহচরী, প্রচণ্ড তেজে আগুন জ্বাল্,
গৈরিক বেশে সেজেছে সেনারা হাতে তুলে নে'ছে কৃপাণ ঢাল।
শত্রুসেনার হাতের-পরশ লাঞ্ছিত-তনু মোরা না ধরি,
অগ্নিশিখার নৃত্যের তালে অগ্নিকুণ্ডে নৃত্য করি।
পায়ের নূপুর-নিক্বণ শুনো একটু বেতালা ব্বোল্ না বলে—
আঁখি পরে আঁখি তুলিয়া দেখিও বেদনায় তাহা ভরেনা জলে।
সিঁথির সিঁদূর সূর্য্যের মত জ্বল্ জ্বল্ করে মধ্যাকাশে—
তারি খরতেজে শত্রুসেনারা পুড়িয়া মরিবে ভাগ্যনাশে।
রাজপুত-নারী রাজপুত-অরি অঙ্কশায়িনী স্বপনে নয়—
যা আসে আসুক, যা ঘটে ঘটুক, রাজপুতানী সে জানেনা ভয়।
মরণ-বেদনা কালিমা তাহার, আননে মোদের আঁকিতে নারে—
কত সহজেই প্রাণ দে'য়া যায় রাজপুত-নারী দেখাতে পারে।
নও-জোয়ানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে খেলিতে চলিলে রক্তে হোরি—
অগ্নি-সখারে আলিংগনেতে বাঁধিয়া আমরা নৃত্য ক'রি।
কত বাদলের শোণিত ঝ'রেছে, বাদলের ধারে এ মরুভূমে,
কত গোরা শেষ-শয়ান ল'ভেছে এই মেবারের পাহাড় চুমে।
এলো আলাদিন রূপের তৃষায় পদ্মিনী নারী লইতে লুঠি—
শেষে মরীচিকা ছলনায় ভুলি ভরে অঞ্জলি বালুর মুঠি!
রাণা প্রতাপের বীর্যপ্রতাপে শাহী-তখ্তের শান্তি নাই—
হল্দিঘাটের পরাজয়-গাথা জয়গৌরবে আমরা গাই।
সূর্য্যবংশ-সম্ভূত রাণা সূর্য্যের তেজে যুঝিল একা—
প্রাণ রক্ষায় মান বিকাবার চিন্তা সে মনে দেয়নি দেখা।
তাঁরি মত মান রাখিবারে প্রাণ এই মরণের মহোৎসবে
সঁপিবারে, মোরা পুর-ললনারা মিলেছি শংখহুলুর রবে—
বাজাও বাদ্য সাজাও কুণ্ড—আগুনের শিখা উঠুক জ্ব'লি,
বাহুপাশে তারে বাঁধিয়া নাচিব—শেষে তারি বুকে পড়িব ঢলি

অনুবাদ

দুঃখে যাদের জীবন গড়া*

ডুবেছে তপন পশ্চিমাচলে ধরণী আঁধারে ঢাকিছে সাঁঝে,
তরী বেয়ে চলে তিনজন জেলে দূরে পশ্চিমে সাগর মাঝে।
শুধু তাহাদের চোখে ওঠে ভেসে যে নারীরা ঘরে তাদেরি লাগি—
পথপানে চেয়ে ব্যাকুল নয়নে উৎকণ্ঠিত রজনী জাগি।
মনে পড়ে যায় কচি মুখগুলি পিছে পিছে এসে তাদেরই সাথে
নগরের শেষ প্রান্ত অবধি—ফিরে যায় ঘরে আঁধার রাতে।
সে তিনজনের মরণের মুখে ছুটে চলা ছাড়া নাইতো ফল,
তাদের নারীরা বেঁচে রবে শুধু সম্বল করি অশ্রুজল!
এমন বিপদ মাথায় ধ'রেও কড়ি দুটো বেশী মেলেনা কভু;
অভুক্ত প্রাণী কেঁদে মরে ঘরে, সাগর বোঝেনা ফুঁসিছে তবু।

সহসা গগন ঢেকে গেল মেঘে ঘন-ঘনায়িত অন্ধকার,
বিদ্যুৎজ্বালা আকাশেতে ঢালা মাতাল পবন দুর্নিবার।
আতংকে কেঁপে মরে তিন নারী—উঠিয়া আলোক-স্তম্ভশিরে,
উজলিয়া দিয়া সে আলোর শিখা চেয়ে থাকে দূর সিন্ধুনীরে।
হায়রে বিধাতা সেই নারীদের দেছ অক্ষয় নয়নজল—
স্বামী তিনজন অনন্যোপায়—সম্বল কায়-ক্লেশের ফল।
যদিও ভীষণ দুর্য্যোগঘন, যদিও গভীর মরণ নাচে;
অভুক্ত প্রাণী কেঁদে মরে ঘরে, সাগর তরাস তাহার কাছে?

ঝড়-বাদলের রাত হ'ল শেষ, প্রভাত সূর্য্য উদিল হেসে,
ছড়ায় মধুর সোনালি কিরণ রহিয়া পূরব গগন-দেশে।
জোয়ারের বেগ ধীরে এলো কমে, প্রাণে বেঁচে ঘরে এলোনা কেহ;
বালুকার পরে সাগর-বেলায় দেখা গেল তিন মৃতের দেহ।
সদ্য-বিধবা সেই তিন নারী শূন্যের পানে করুণা মাগি—
বক্ষে কঠিন আঘাত হানিয়া কাঁদিছে যে যার স্বামীর লাগি।

হায়রে বিধাতা সেই নারীদের দে'ছ অক্ষয় নয়ন জল !
অনন্যোপায় হতভাগ্যের সম্বল কায়-ক্লেশের ফল ।
যত ত্বরা এই অশান্তিভরা অসার জীবন হইবে শেষ ;
চির-সুপ্তির মৌনশান্তি লভিবে ইহারা, মিটিবে ক্লেশ ।
তখন যতই ফুঁসুক সাগর, যত দুর্য্যোগ আসুক ঘিরে—
অভুক্ত প্রাণী যতই কাঁদুক, তারা চলে যাবে মুক্তিতীরে

*C. Kingsley'র "Three Fishers" অবলম্বনে

ঘুম-পাড়ানি-সুর*

পেরিয়ে এসে কাশের বনে ধানের ক্ষেতের ধারে,
পংকজেরি গন্ধে উছল পদ্মদীঘির পারে—
এলেম শেষে—স্বপন পরীর লীলা-ভূমির মাঝে,
দেখি তারা খেল্‌ছে সেথায় নানান্ রঙীন সাজে ;
খোকনমণি সেখান হ'তে তোমার তরেই আনি,
শিশির-ধোয়া সুধায় মাখা ছোট্ট স্বপন খানি।

বন্ধ করে চোখটা মাণিক দেখ স্বপন-পুরে—
জোনাক জ্বলে নিমগাছের ওই ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে,
আফিম্-ফুলের বুকের থেকে ঘুমের পরাগ হরি,
কাজল এঁকে দিলেম চোখে স্বপন উঠুক ভরি।

সুপ্তি-পথের পারে খোকন যাচ্ছ স্বপন দেশে,
বিদায় বেলায় সোনামুখের ছোট্ট হাসি হেসে ;
স্বপ্নাকাশের বুকে খোকন জ্বল্‌ছে তারা সুখে,
ঝিক্‌মিকিয়ে সোনালি রঙ্ ঢাল্‌ছে তোমার মুখে ;
তালে তালে সোহাগভরে চক্ষে তোমার হানি,
সুধায় মাখা ছোট্ট স্বপন গেলেম খোকন দানি !

*শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু'র "Cradle Song" কবিতার ভাবানুবাদ

আত্মরূপ শ্লাঘায় শাহ্‌জাদী জেব্‌উন্নিসা*

এ চারু আনন হইতে যখন অবগুণ্ঠন তুলি,
মোর রূপানলে অন্তরতলে রূপসী গোলাপ দহে।
ম্লান হয় তার রূপের পসরা বেদনায় ওঠে দুলি,
ঈর্ষা-কাতর ক্রন্দনধ্বনি পরিমল হয়ে বহে।

বাতাসের বুকে ভাসে যবে মোর কুঞ্চিত কেশদল,
চমরী-পুচ্ছ তুচ্ছ হয় যে তাহার রূপের পাশে।
পশু না হইলে হইত তাহারা লজ্জায় চঞ্চল,
আহার নিদ্রা তেয়াগি ডাকিত আপন সর্ব্বনাশে।

কুঞ্জবনের মাঝে চলি যবে লীলাচঞ্চল পায়—
লীলাঞ্চিত সে পদক্ষেপেরই সংগীত ঝংকার
শুনি পিককুল—ভুলি কলগান, সহসা থামিয়া যায়-
সে সুর ধ্বনিতে শত সাধনায় নারিবে বারংবার।

*সরোজিনী নাইডুর "The Song of Princess Zeb Unnisa In Praise of her own beauty"র ভাবানুবাদ

যখন রবোনা আমি*

মরণে আমার কেঁদোনা গো প্রিয়
ফেলোনাকো ফোঁটা আঁখির জল,
সমাধি-শয়ন-শিয়রে আমার
দিওনা গো রাঙা গোলাপ দল।
আমার লাগিয়া বিষাদ গাথায়
গেয়োনাকো কোনো করুণ তান,
সরোর সারির চাঁদোয়া দিওনা
সুশীতল ছায়া করিতে দান।
তার চেয়ে ঘন ঘাসের ছায়ায়
এ দেহ আমার রহিবে ঢাকা—
বরষাধারায় ধোয়ানো সে তৃণ—
শিশিরের মায়া বুকেতে আঁকা।
আমারে স্মরিলে সুখ যদি পাও
স্ম'রিও—ব্যথায় ভ'রিও প্রাণ,
ভুলে যাও যদি? তাতেই কী ক্ষতি—
আমি রবো চির নিরভিমান।
তখনো চলিবে ধরণীর বুকে
এইমত আলোছায়ার খেলা—
ব্যথায় গুমরি ডাকিবে চাতক—
আকাশে ভাসিবে মেঘের ভেলা।
আমি রহিব না, দেখিব না কিছু
অনুভবাতীত হবে এ প্রাণ,
এত যে মায়ার মোহিনী মন্ত্র
করিবে না মোরে হরষ দান।

চির গোধূলির আঁধারে তখন
স্বপনের সম তোমার মুখ,
হয়ত নয়নে ভাসিয়া উঠিবে—
না-ও যদি ওঠে তাতে কি দুখ !

*Christiana Rosetti'র Song "কবিতা অবলম্বনে

শেষ বন্ধন*

বীর সৈনিক নিহত হয়েছে রণে।
মৃত দেহভার
আনা হোল' তার
বিধবার পাশে গৃহাংগনে।
মৃত-দয়িতেরে স্তব্ধ রমণী হেরিল মেলিয়া আঁখি,
ব্যথাতুর-চিত আর্তকণ্ঠে ফেলিল না গৃহ ঢাকি।
অথবা অশ্রুনীর—
ফেলিলনা নারী ; দাঁড়ায়ে রহিল ছবির মতন স্থির।
সখীদল তা'র
বুঝি মনোভার
বলাবলি করে সবে,
"এ বেদন-ভার
না দূরিলে তা'র
বাঁচা দুষ্কর ভবে ;
তাইতো ইহারে বাঁচাতে হইলে কাঁদাতেই আজ হবে।"

তারপর তারা মৃদু মধুভাষে গুণগান করি স্বামীর তার,
বলে "হেনজন যোগ্যই বটে ভালোবাসা লভিবার—
যোগ্যতম সে বন্ধু ইহাতে সন্দেহ নাই মনে ;
মহত্ত্ব তার বিপুল গভীর কে না জানে তার শত্রুজনে ?"
তবু নারী রহে পাষাণ-মৌন ভীষণ স্থির,
ঝরিলনা তার একটি বিন্দু অশ্রুনীর।

গোপন মৃদুল চরণ ফেলিয়া আসি সখী একজন,
নিহত বীরের খুলি দিল মুখ ঘুচাইয়া আবরণ ;

তবু নারী রহে সমান অচঞ্চল—

ঝ'রিল না তার একটি বিন্দু তপ্ত নয়ন জল।

আসে শেষে এক বৃদ্ধা আইমা গভীর স্নেহে,

চারকুড়ি দশ বয়সের ভারে ন্যুব্জ-দেহে;

নিহত বীরের ছোট শিশুটিরে

জননীর কোলে রাখে আনি ধীরে। .

দেখিতে দেখিতে শাওনের ধারে ঝরিল নারীর আঁখি;

"ওরে ও মধুর—ওরে যাত্ন মোর

তুই শুধু আজি বন্ধন-ডোর—

তোরি তরে সাধ হয় বাঁচিবার যে ক'দিন আছে বাকি।"

*Tennyson এর Home they brought her warrior dead-এর অনুবাদ

ফসল কাটার গান*

পুরুষগণ

মৃণালিনীনাথ ঢালো গো প্রভাতে অকৃপণ আলো ভুবন ছেয়ে,
সোনার ফসল ফলে যে দেবতা তোমার সোনার কিরণ পেয়ে।
তোমারি প্রসাদে ভুবন মাঝারে বীজ বোনা দেব সফল হয়,
তোমারি প্রসাদে ক্ষেতের শস্য বেড়ে ওঠে জিনি মরণ-ভয়।
স্তবগান গাহি পূজিতে তোমারে আনিয়াছি গাঁথি কুসুম-হার,
এনেছি অর্ঘ সোনালি ধান্য—এনেছি সোনার ফলের ভার।
উজল বরণ কোমল কিরণে হে সূর্য্যদেব নামিয়া আসি
লও পূজা লও—গাহি জয়গান মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি।

রামধনু-সখা সোনার ফসল লভি সে তোমার প্রসাদ ধ'রি,
হে মহাশকতি অকৃপণ দানে ছেয়েছ সকল ভুবন ভ'রি।
তব করুণায় সিঞ্চিত হয় কর্ষিত ভূমি সুধার ধারে,
তব করুণায় লভি এ ধরায় চির-ঈপ্সিত শস্যভারে।
কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া হৃদয় তোমারে পূজিতে গাহি হে গান,
এনেছি কুসুম মালিকা, এনেছি অঞ্জলি ভরি সোনার ধান।
বরষার জলধারায় বহিয়া হে বরুণদেব নামিয়া আসি
লও পূজা লও—গাহি জয়গান মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি।

রমণীগণ

সকল জীবের ধাত্রী, জননী বসুন্ধরা গো করুণাময়ী,
লইয়া ধান্য পুষ্পাভরণে-সজ্জিতা তুমি এসো গো অয়ি।
তোমারি বক্ষ-ক্ষরিত-সুধায় জননী ক্ষুধার শান্তি হয়,
মহৈশ্বর্য-প্রসবিনী সব সম্পদই তব গর্ভে রয়।

এনেছি পূজিতে কুসুমের মালা, এনেছি ভকতি ভরিয়া প্রাণ-
এসেছি জননী অঞ্জলি দিতে বাহিয়া তোমারি দয়ার দান।
সকল সুখের উৎস জননী বসুমতী তুমি বস গো আসি
লও পূজা লও—গাহি জয়গান, মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি

পুরুষ ও রমণীগণ

নিখিল জীবের জীবনদেবতা আছ ব্যাপি ক্ষিতি, মরুৎ, ব্যোম—
চির-শাশ্বত হে পরম পিতা প্রকাশ অতীত হে মহা "ওম্।"
যে বীজ বপনে ফলে গো ফসল, যে সোনার ধানে দু'হাত ভ'রি,
যে পরাণ মাঝে লভি আনন্দ তোমার প্রসাদ গ্রহণ করি।
সেই বীজ সেই ক্ষেতের ফসল সেই দেহ সেই মন ও প্রাণ,
এনেছি দেবতা চরণে তোমার—পূজায় তোমারি করিতে দান।
পরম দয়াল, ভীষণ ভয়াল দুখের তুফান নাশিতে এলে,
হালখানি ধরি এ জীবন-তরী বাঁচায়ো তোমার করুণা ঢেলে।
হে মহাজীবন, করুণাসিন্ধু, হে ব্রহ্ম—তুমি বস গো আসি
লও পূজা লও—গাহি জয়গান, মন্দিরা আর বাজায়ে বাঁশি।

*সরোজিনী নাইডুর "Harvest Hymn" কবিতার ভাবানুবাদ

ভারতমাতার প্রতি*

অনাদি কালের প্রথম প্রভাত হতে
চির-যৌবনা তুমি গো দীপ্তিময়ী !
ওঠো মাগো ওঠো সন্তরি অমাস্রোতে—
গৌরব-কূলে ; সকল বিঘ্নে জ'য়ি ।
"যুগ-পরিবেশে" দয়িত বলিয়া মানি,
"সুখৈশ্বর্যে" জনম দাও গো রাণী ।

দুর্বল জাতি হৃত-গৌরব লাজে—
আঁধার কারায় বাঁধা শৃংখলভারে ।
তারা যে খুঁজিছে তোমারে তাদের মাঝে,
জননী তাদের নিয়ে চলো নিশাপারে ।
জাগো মাগো জাগো সুপ্তিরে তব হানি,
সন্তান দলে দেহ আশ্বাস-বাণী ।

নানা সুরে তোমা অনাগত দিনগুলি—
ডাকে, প্রাচুর্যে ভ'রে নিতে ধনমান ।
সুখশয়নের সুপ্তি-অলস ভুলি,
নির্জিত-জয় অর্জিয়া কর ত্রাণ ।
জাগিয়া জননী তন্দ্রা-জড়িমা মাজি,
অতীতের মত রাণীরূপে এসো আজি ।

*সরোজিনী নাইডু'র "To India" কবিতার ভাবানুবাদ

ব্যথা*

ওরে ও আখুরী মরি মরি এত কান্না কিসে ?
তারায় তারায় হাসির ধারায়,
নীল আকাশের বুকটি ভারায়,
এই শুভক্ষণে তোমার স্মরণে জাগায় বেদনা কিসের বিষে ?
হায় হায় মোর কী হবে—কী হবে,
এই ব্যথা মোর কে দূরিবে ভবে,
স্বামীর বিয়োগে কাঁদে যে প্রাণ,
নিষ্কৃতি দাও হে ভগবান !
ধনী কৃষকের গোলাতে ঢুকে,
ধানের কণাটি লইয়া মুখে—
ফিরিবার কালে পড়িয়া ফাঁদে,
অসহায় স্বামী ডুকরি কাঁদে,
ফিরে সে দিয়ে গেছে ধনীর ধান।
তাহারো বেশী দেছে আপন প্রাণ।

হরিণীরে তোর নয়নের লোর ঝরিছে কিসে ?
বনের মাঝারে লুকায়ে আপনা,
নিশীথ প্রহর করিস যাপনা,
রাতের আঁধারে মরি ঘুরে ঘুরে ফিরিস হারায়ে সকল দিশে ?
হায় হায় মোর কী হবে—কী হবে,
এ দুখ আমার কে দূরিবে ভবে,
স্বামীর বিয়োগে কাঁদে যে প্রাণ,
নিষ্কৃতি দাও হে ভগবান !
সন্ধ্যা তখন আসিছে নামি,
জলপান লাগি গেলেন স্বামী,

দাঁড়ালেন আসি নদীর কূলে,
না দেখিয়া কিছু আঁখিটি তুলে।
কোথা হতে এক শিকারী শর—
আসিয়া পশিল বুকের পর,
হৃৎ-পিণ্ডটি করিয়া ছিন্ন,
দেহ হতে প্রাণ হইল ভিন্ন।

নববধূ তুমি লুটাইয়া ভূমি কাঁদিছ কেন?
সারাটি ভুবন সুপ্তি-মগন,
মধু মিলনের এ সুখলগন—
একান্তে রহি সংকোচ বহি কেন গো হেলায় হারাও হেন?
হায় হায় মোর কী হবে—কী হবে,
এ দীন অশ্রু কে রুধিবে ভবে,
স্বামীর বিয়োগে কাঁদে যে প্রাণ,
নিষ্কৃতি দাও হে ভগবান!
বাসর শয়ন শূন্য পড়ি,
প্রেম-গৌরবে ওঠেনি ভরি,
এই বক্ষের অতল তলে,
নির্বাণহীন আগুন জ্বলে,
তারি শিখা জ্বালে স্বামীর চিতায়
আঁখিজলে মুছি সিঁদুর সিঁথায়।

*সরোজিনী নাইডুর "Corn Grinders" কবিতার ভাবানুবাদ

শেষের মধ্যে অশেষ আছে*

সংগীত হতে কোমল বাণীর দলগুলি—
ঝ'রে যায়,—তবু ফেলে যায় পিছে স্মৃতির ভার ;
মনের মাঝারে ব্যাকুল ব্যথায় কেঁদে ফেরে সুর-কাঁপন তা'র
রজনীগন্ধা শুকাইয়া যায় ফুরালে আয়ু,
পরিমল তারি জেগে রয় ভরি নিশাস-বায়ু।

গোলাপ ফুলের রক্তিম-রাঙা দলগুলি—
ঝ'রে যায় যবে চিরঘুম নামে নয়নে তা'র ;
ঝরা পাপড়িও রচি দেয় শেষে প্রিয়ার কোমল শয়নাধার।
তুমি দূরে গেলে তোমারি ভাবনা গোপন ভয়,
প্রেম হয়ে মোর মনের মাঝারে ঘুমায়ে রয়।

*Shelley'র "Music when soft voices die" কবিতা অবলম্বনে

ক্রন্দসী*

স্বর্গ-লোকের শূন্য ভূমির স্বর্গীয় কবি-চারণ তুমি
আকাশ পারের পুণ্যতীর্থে যাত্রা তব ;
দুঃখ-দৈন্য-জরায়-জীর্ণ প্রপীড়িতা এই পৃথ্বীভূমি—
তাই তারে ত্যজি সুদূর ঊর্ধ্বে মুক্তি লভ' ?
অথবা যখন আকুল পক্ষ-সঞ্চালি চল সুদূর পানে—
ধরা-অনুগত-হৃদয় তোমার পড়ে থাকে হেথা মাটির টানে ?
শিশির-সিক্ত-ধরণীর 'পরে ফেলে আসা তব নীড়ের মায়া—
অঞ্জনে তারি চক্ষে তোমার অংকিত ঘন কাজল ছায়া।
যদি মনে লও নামিতে কুলায় তখনি ধরায় আসো যে নামি ;
পাখা দু'টি হয় স্তব্ধ পলকে, কণ্ঠের গীত যায় যে থামি।

বন-কোয়েলারে কানন ভূমির ছায়াতলে ঢাকা তরুর শাখা—
সংকোচহীন চিত্তে যে তুমি ছাড়িয়া দাও ;
দীপ্ত-আলোক-রাজ্য বিহারী সংগবিহীন বিজনে একা
সুর সংগীত ঐক্যতানেতে পৃথ্বী ছা'ও।
কোকিলের গানে সুর আছে মানি, তবু সে তো এ মাটিরই গান—
তার চেয়ে পাখি সংগীত তব স্বর্গীয় আরো, মাতায় প্রাণ।
যাঁরা জ্ঞানীজন তাঁদেরই মতন আত্মা তোমার ঊর্ধ্বচারী,
তাঁদের মতই প্রয়োজনে তুমি নামো এ ধরায় শূন্য ছাড়ি ;
তাঁদেরই মতন ঊর্ধ্ব হইতে ওঠো যে আরোও ঊর্ধ্বলোকে—
স্বর্গে চরণ বিচরে না তবু, ক্রন্দসী তুমি সবার চোখে।

[* Wordsworth-এর "Skylark" কবিতার ভাবানুবাদ

পারস্যের প্রেমসংগীত*

ওগো প্রিয়তম বুঝিনা কেন যে হরষিত তব মূরতি হেরি
আনন্দে মোর চিত্ত-কলাপী নৃত্য করে।
প্রিয়তম মোর বুঝিনা কেন যে দুখদল এলে তোমারে ঘেরি
এ মোর হৃদয় ব্যাকুল ব্যথায় দু'আঁখি ঝরে।
যদি প্রিয়তম বিশ্রামকালে নিবিড় মধুর শান্তি লভ'—
জাগর এ চিতে সুপ্তি-পরশে তৃপ্তি মানি ;
বেদনা-বিভল ও-তনু অথবা মলিন নয়ন হেরিলে তব—
বিদীর্ণ হয় দারুণ ব্যথায় এ হিয়াখানি।
এ তনুটি ঘিরি নিয়ত বেদনা পুষ্পিত নব কুসুম সম
কেন প্রিয়তম বুঝিনা—অথবা বুঝাতে নারি ;
দৈবের বশে যদি লভ' তুমি এ পরাণ আর এ তনু মম
হয়তো বা তবে এ যাতনা কিছু বুঝাতে পারি।

*সরোজিনী নাইডু'র "A Persian Love Song" কবিতার ভাবানুবাদ

কাব্য নাটিকা

নজরানা*

[স্থান : আগ্রার দুর্গ, কাল প্রভাত : জাহানারা একখানি পত্র পাঠ করিতেছেন। বন্দী শাজাহান অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় জাহানারার মুখের উপর দৃষ্টি মেলিয়া পত্রখানির সারমর্ম্ম জানিবার জন্য উৎসুক।]

শাজাহান :

বল্ জাহানারা আবার নূতন কি খবর লিখি পাঠালো খতে ?
শেষ ক'টা দিন বাকি যা' রয়েছে দেবেনা শান্তি সে কোন মতে ?
দীর্ঘ হায়াত[১] কবে হবে শেষ, মালেক তোমার গজব[২] এই—
আর যে পারি না সহিবারে প্রভু—কসুরের মোর মাফ কি নেই ?

জাহানারা :

খোদাতায়লার কাছে জুড়ি হাত মিছে চেল্লানো আব্বাজান।
সে তামাশ্‌বীন[৩] কেড়েছে তাজিম[৪] খবিশ[৫] সে কারো দেয়না মান।
খতে সে লিখেছে তোমার কাছেই আসিবারে তার হয়েছে মন—
মার্জনা যদি কর তুমি তারে তবে সে লইবে সিংহাসন।
হারে বুজ্‌রুক[৬] গিদ্‌ধড়[৭] তুই, এখনও তোরে চিনিনি নাকি ?
রুগ্ন জীর্ণ পিতার নসীবে[৮] লান্ছনা কত আছে যে বাকি !

শাজাহান :

না রে জাহানারা হয়তো তাহার আফ্‌শোস্ প্রাণে জেগেছে আজ ;
আসুক, আসুক, আসুক সে আজ তারি শিরে দিব তুলিয়া তাজ[৯]।

জাহানারা :

হায়রে ভাগ্য মনুষ্যত্ব মুছে যাবে আজ বিশ্ব হ'তে—
জাহান্নামের পিশাচের দল রাজ্য চালাবে খুনের স্রোতে ;
কোথা ইন্‌সান্[১০]—স্বার্থের লোভে ঘুরে তার পিছে কুত্তা সব—
হর্‌ওয়াক্ত[১১] তার চাটে পয়জার—মুখে তো তাদের ফোটে না রব।

আলা-হজ্‌রত ভয়ে ভয়ে আছি কেমনে কহিব পরাণ কাঁপে ;
কি জানি কি হয়, আর কত সয়—পরিশান[১২] তার জুলুম চাপে।
খবর পেয়েছি লাহোরের পথে ফেরারী দারারে বন্দী করি—
চালান দিয়েছে দিল্লীতে তারে হস্তীপৃষ্ঠে পিঁজিরা ভরি।
ছেঁড়া পিরাহান ধূলা কাদা মাখা, জিঞ্জিরে বাঁধা হাত পা তার ;
হালৎ[১৩] তাহার যেন জানোয়ার—তবুও খাঁটি সে ইমান্‌দার।[১]
তখনো চাহিয়া ঊর্দ্ধ আকাশে এবাদত্‌[১৫] করে সে দেবদূত।
জমায়েত সেথা হয়েছিল পথে যতেক কুত্তা ভেড়ীর পুত—
তারাও কেঁদেছে সে দৃশ্য দেখে—শেষে একদল ভিখারী গিয়ে,
কোশেশ্‌ [১৬] ক'রেছে দারারে ছিনাতে—তারাও বেঁচেছে জানটা দিয়ে।
কি জানি কি হালে আছে ভাইজান, আছে ইহলোকে অথবা নাই
জানিনা কিছুই—সেই দুশ্‌মনে তাজে ও তখ্‌তে সাজাবে তাই ?

শাজাহান ঃ

সে কি জাহানারা—দারাও বন্দী ? না, না, ঝুটা কথা খবর ভুল,
তাই বা কেমনে হবে বল্‌ দেখি ? ভেবে তো কিছুই পাইনে কূল !
এই যে পত্র লিখিবার তবে কিবা প্রয়োজন তুই দে বলে ?
দারারে জবেহ্‌ করিতে তাহার প্রয়োজন কিছু আছে কি ছলে ?
না-ই বা বসিল তখ্‌তে এখনো, সেটা তো তাহারি এখ্‌তিয়ারে ;
বে-ফায়দা হাত ভেজাবে না খুনে—তাই দিতে চায় মুক্তি তারে।
নতুবা এমন মার্জনা চেয়ে পত্র লেখার কি প্রয়োজন ?
আর তানাজায়[১৭] লাভ কি বা হায়, মাফ্‌ করি তারে চায় এমন।

জাহানারা ঃ

হায় হজ্‌রত্‌ তারি তরে এত স্নেহ সঞ্চিত তোমার প্রাণে ?
তিল্‌ তিল্‌ ক'রে জানোয়ার যেই নাতোয়ান[১৮] বাপে মারিছে জানে !

হিঁদুর ধরমে জিন্দা মুর্দ্দা দু'য়েরই পানিতে সমান দাবি—
ওরে বেতমিজ কোরাণেও দেখ্, একই নির্দ্দেশ খুঁজিয়া পাবি।
তবে কোন রীতে বৃদ্ধ পিতার তৃষ্ণার পানি না-মন্জুর ?
ধরম তোমার, করম তোমার, আজ মন ভেঙে করিছে চূর।
হাম্মাম[১৯] দ্বারে প্রহরী দাঁড়ায়ে খোলা তরবার ধরিয়া সিধা,
হাসি পায় আজ দেখে আজগবী[২০] ইন্সাফে[২১] তোর এ মুসাবিদা !
যমুনার পথে যাবার ফটকে আটক রেখেছে পাহারাদার।
জাহান্নামের বাদ্শা আমার—তোমার দোসর জোটানো ভার !
তৃষ্ণার পানি নাহি পেয়ে পেয়ে ছাতি ফেটে মরে এ বুড়া বাপ—
শিশুর মতই কেঁদে কেঁদে ঘুমে ঢুলে পড়ি ভোলে সকল তাপ।

শাজাহান ঃ

এই দেখো দেখি, আবার সে সব পুরানো কথায় তুলে কি কাজ ?
শান্তি তাহ'লে হবে কোনমতে যদি ভাবো তারে ফেরেব্-বাজ ?[২২]
নতজানু হয়ে তার কাছে আমি ভিখ্ মেগে নেবো দারার প্রাণ।
না, না, লাজ নাই—আমি তো বন্দী—বাদ্শা হয়েও সে
পেশে মান[২৩]।

জাহানারা ঃ

তবে ফায়সালা[২৪] হোক হজ্রত—এত কি সহজে মিটিবে সব ?
কান পেতে শোনো, কারা আসে যেন—শুনি কেন আজ এ কলরব ?

[প্রহরীগণ একটী সিন্দুক বহিয়া আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে রাখিল]

সিপাহ্শালার ঃ

খোদাবন্দ্ এ পেশ্কশ্ [২৫] দেছে আলম্পনাহ্ আলম্গীর—
কুর্ণিশ লও বান্দার তুমি, শ্রদ্ধা জানাই নোয়ায়ে শির।

[প্রস্থান]

শাজাহান ঃ

দেখ্ জাহানারা, বিশ্বাস হোল—পাঠালো তো আজ সে নজরানা ?
খোল্ স'ন্দুক—আর দ্বিধা কেন ? হীরা জহরৎ মুক্তাদানা
মুঠা মুঠা তুলে বান্দামহলে বিলাইয়া ফ্যাল্—এ শুভদিন ;
হাসি মুখ দেখি আজিকে সবার—খুশ্‌রোজ হোক খুশ্‌নিলীন।

জাহানারা ঃ

কেন ভয় ভয় করে হজ্‌রত—কেন মনে জোটে পাইনে জোর ?
না—না অবাধ্য হবো না তোমার—আর বাধাবো না মিছে এ শোর।
হও খুশি হও—এই দেখ আমি নিজ হাতে এর ঢাক্‌না খুলি,
রূপার রেকাবে সজ্জিত এই মখ্‌মলে মোড়া বাক্‌স তুলি
রাখি কুর্‌শিতে—

শাজাহান ঃ

বল্ কি পাঠালো এইবার খুলি উহার ডালা।

জাহানারা ঃ

একি—একি—হায়, একি দেখিলাম—এই ভালে ছিল আল্লাতালা !
কোথা জল্লাদ ছুরির ফলকে জান্ থেকে টেনে কলিজা ছাড়া ;
এই চোখ দুটো কানা ক'রে ফ্যাল্ উপাড়িয়া তুলি অক্ষিতারা।
পায়ে মাথা খুঁড়ে মরি জাঁহাপনা আমি জেরবার[২৬] পারি না আর,
এই কপালের খুনে রাঙা করি এই দুর্গের লৌহদ্বার।
কাহার মুক্তি হজ্‌রত তুমি নতজানু হয়ে মাগিবে আর ?
ওই দেখ চেয়ে কুর্‌শিতে রাখা দেহ হতে ছেঁড়া মুণ্ড তার !

শাজাহান ঃ

থির আঁখি মেলে শুধু চেয়ে আছ—খুন মাখা মুখে হাসির ছাপ,
মরণ বিজয়ী ফেরেশ্‌তা[২৭] তুই—কোথা ফেলে গেলি আমায় বাপ !

[শাজাহান মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

শব্দার্থ

১। জীবন

২। ক্রোধ, দৈব শাস্তি

৩। যে তামাসা উপভোগ করে

৪। সম্মান

৫। নীচ নোংরা মন

৬। প্রবঞ্চক

৭। শৃগাল

৮। ভাগ্য

৯। মুকুট

১০। মানুষ

১১। সর্ব্বদা

১২। পর্য্যুদস্ত, নাকাল

১৩। দুর্দ্দশা

১৪। মুসলমান ধর্মে বিশ্বাস

১৫। প্রার্থনা

১৬। চেষ্টা

১৭। বিবাদ

১৮। অক্ষম, দুর্বল

১৯। স্নানাগার

২০। অলীক ; স্বকপোল কল্পিত

২১। সুবিচার

২২। মতলববাজ, ধোঁকাবাজ

২৩। অনুতপ্ত, লজ্জিত

২৪। মীমাংসা

২৫। উপহার

২৬। ক্ষত-বিক্ষত

২৭। দেবদূত